PCTSCN

Prevention of Child Trafficking through Community Strengthening and Networking

শিশু পাচারকে না বলুন

E- newsletter

ইস্যু ২৬ ।। জানুয়ারী ২০২০

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্স :
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপিডি
অ্যাটসেক বাংলাদেশ

সহযোগীতায়

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করনের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি

নির্বাহী সম্পাদক
এ.কে.এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট মো: রফিকুল ইসলাম খান (আলম)

প্রদায়ক
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ
মধুব্রতী দে বর্ণিল
আফিয়া খাতুর যুথি
মেহেনাজ হোসেন অনন্যা

প্রকাশক
পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

পাচার বিষয়ক তথ্য

বাংলাদেশের আইনে মানব পাচার -

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী "মানব পাচার" বলতে বোঝায় -
(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করে ;
(খ) প্রতারণা করে বা উক্ত ব্যাক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজ লাগিয়ে;
(গ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা প্রদান করে উক্ত ব্যাক্তির অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করে কোন শিশু বা নারী বা পুরুষকে - বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে যৌন নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়েনর উদ্দেশ্যে - বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন,চালান বা পাচারের উদ্দেশ্যে আশ্যয় দেওয়া।

বাংলাদেশের আইনে শিশু পাচার -

যদি কোন শিশু পাচারের শিকার হয়, সেক্ষেত্রে যেসব বিবেচ্য হবে না -
* শিশু কোন প্রকার সম্মতি প্রকাশ করেছে কি না তা বিবেচিত হবেনা;
* কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে শিশুটিকে নিয়ন্ত্যিত করা হয়েছে তা বিবেচিত হবেনা
* পাচারের জন্য হুমকি বা শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না বা জবরদস্তি, অপহরণ বা প্রতারনা করা হয়েছিল কি না

শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী
২০১৮ এর নিচে সকলেই শিশু

জাতি, বর্ণ, ধর্ম,ধনী ও
দরিদ্য সব ধরণের
শিশু পাচার হতে পারে

শিশুরা পাচারের শিকার হয়ে থাকে-

* যৌন দাসত্বের উদ্দেশ্যে
* জোর পূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে
* শোষণমূলক শ্রমের উদ্দেশ্যে
* জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে
* অঙ্গ পাচারের উদ্দেশ্যে
* আগাম শ্রম ক্রয়ের মাধ্যমে শিশুদের শ্রম শোষণ করার উদ্দেশ্যে
* ঝুকিপূর্ণ শ্রমে শ্রমআইনের বিধায় না মেনে শিশুদের নিযোগ দেয়া

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন (২০১২) এ কি শাস্তি ও সুরক্ষার বিধান

মৃত্যুদন্ড শাস্তি বিধান -

* শিশু পাচার অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড
* সুসংগঠিত বা সংঘবদ্ধ পাচারের ক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড

যাবজ্জীবন বা সর্বনিম্ন ৫ বছর কারাদন্ড ও নূন্যতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বিধান

মেয়ে শিশুদের মত ছেলে শিশুরাও পাচার এবং যৌন দাসত্বের শিকার হয়

নারী ও শিশু পাচার বা যেকোন সহিংসতায় সরকারী সেবা পেতে যোগাযোগ করুন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের চাইল্ড হেল্পলাইন
১০৯৮

আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
১৬৪৩০

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০৯

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ
১৬১০৮

আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি

- সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- বিজ্ঞ এটর্নি-জেনারেল দপ্তর, ঢাকা।
- সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- সচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ঢাকা
- সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদরদপ্তর, ঢাকা।
- মহা পরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
- মহা পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা।
- মহা পরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ঢাকা
- মহা পরিচালক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- মহা পরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- মহা পরিচালক, র‍্যাব, ঢাকা।
- যুগ্ম সচিব (রাজনৈতিক), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভা-২০১৯

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ও শিশু পাচার প্রতিরোধে আইন প্রণেতাদের সম্পৃক্ততা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় গত ২০ জুন ২০১৯ শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সাথে একটি সভার আয়োজন করা হয়। পিসিটিএসসিএনের সদস্য সিপিডি এই সভা আয়োজন করে । উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। এছাড়াও স্ব-রাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও ককাস সদস্য এ্যাডভোকেট শামছুল হক টুকু, এমপিসহ অন্যান্য এমপিগন উপস্থিত ছিলেন।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

“শিশু পাচার প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় আদালত প্রাঙ্গণে নারী ও শিশুদের জন্য সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজনীতা” বিষয়ক সভা

শিশু পাচার প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় আদালত প্রাঙ্গণে নারী ও শিশুদের জন্য সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজনীতাবিবেচনায় গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ একটি সভার আয়োজন করা হয়। পিসিটিএসসিএনের পক্ষে এই সভা আয়োজন করে ইনসিডিন বাংলাদেশ। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মো: হেলাল চৌধুরী জেলা ও দায়রা জজ,ঢাকা।

সংবাদপত্রে পিসিটিএসসিএন

'Ensure cogenial atmosphere for women in courts'

STAFF CORRESPONDENT

Speakers at a meeting on Sunday called upon all concerned, including judicial officials, lawyers and civil society organisations, for ensuring women and children friendly atmosphere in courts across the country.

They also said it is not possible for the government to do this alone. All concerned (judges, lawyers and members of civil society) should come forward in this regard. Necessary steps should be taken for achieving the objective.

The speakers made the remarks at a views exchange meeting titled 'Necessity of suitable environment at courts for protecting the rights of women and children' at the district and sessions judge meeting room in Dhaka. On behalf of Prevention of Child Trafficking through Strengthening Community and Networking (PCTSCN), INCIDIN Bangladesh organised the event supported by TdH Netherlands.

Advocate Rafiqual Islam Khan, policy and programme manager of INCIDIN Bangladesh, in his keynote paper said rights of women and children are being hampered due to lack of congenial atmosphere for them at courts.

Dhaka District and Sessions Judge Mohammad Helal Chowdhury presided over the event while AKM Masud Ali, executive director of INCIDIN, Abdul Mannan, Public Prosecutor of judge court, Mohammad Alamgir Hossain, senior assistant judge and district legal aid officer, among others, spoke on the occasion.

Helal Chowdhury stressed the need for raising awareness on the matter. He also stressed the importance of the role of civil society organisations for ensuring the rights of women and children.

Call to curb cross-border trafficking of children

Chief Justice Syed Mahmud Hossain on Saturday said that seven special tribunals for trial of human trafficking related cases will be formed soon, a press release said.

After completion of formation of the tribunals, to be set up at seven divisions of the country, proper steps would be taken for speedy disposal of human trafficking cases, especially child trafficking.

The Chief Justice came up with the comments while addressing at an annual cross-border conference titled 'Collaboration and Networking Meeting to Combat Trafficking in Children in Bangladesh' at CIRDAP auditorium in the capital.

At the moment, 4784 human trafficking cases across the country are under trial, he said.

Attending the event as the chief guest, the Chief Justice appreciated and wished success of those who are involved in prevention of child trafficking.

Addressing at the event, other speakers stressed on broader coordination among different ministries and Civil Society organizations between India and Bangladesh for preventing trafficking, rescue and repatriation of the trafficking victims.

They also called for bilateral and regional engagement for child friendly rescue, repatriation, protection and integration services, and rethinking legal and policy tools regarding child trafficking for addressing cross-border trafficking of children.

They hoped that continual dialogue and engagement of cross-border actors can help gain insights on actual implementation of regional and bilateral commitments.

On behalf of the Consortium Prevention of Child Trafficking through Strengthening Community and Networking (PCTSCN), INCIDIN Bangladesh, a member of the consortium, organized the event.

Ferdousi Akhter, additional secretary, Public Security Division of Home Ministry, Advocate Salma Ali, human rights activist, AKM Masud Ali, Executive Director of INCIDIN Bangladesh, Chair of ATSEC Bangladesh & NACG, Manabendra Nath Mandal, Executive Director,(SLARTC)& National Coordinator, ATSEC India, among others, spoke at the event.

Government officials of different departments in Bangladesh, and representatives from international and national NGOs from Bangladesh and India attended the daylong event.

Child-friendly country

FROM PAGE 1 COL 5

action for ending all kinds of repression on children and ensuring their mental, physical and social growth. If the children are protected, the country will also remain protected, they added.

They said that all concerned, including the government, should take action for child rights now. They must commit to make sure every child enjoys the rights.

Addressing the event, held to mark the World Children's Day on Nov 20, they said the Day offers each of us an inspirational entry-point to advocate, promote and celebrate children's rights, translating into dialogues and actions that will build a better world for children.

On behalf of Prevention of Child Trafficking through Strengthening Community and Networking (PCTSCN) Consortium, Social and Economic Enhancement Programme (SEEP), a member of the consortium, organized the event.

About 100 children from different educational institutions in the capital took part in the programme.

Advocate Rafiqual Islam Khan, manager (policy and legal support) of INCIDIN Bangladesh, Sharifullah Reaz, coordinator of Community Participation and Development (CPD), Tarik Mohammad Gaddafi, coordinator of Social and Economic Enhancement Programme (SEEP), Momenul Haque, coordinator of Nari Maitree, and children from different schools, spoke at the event.

The United Nations' (UN) Universal Children's Day, which was established in 1954, is celebrated on November 20 each year to promote international togetherness and awareness among children worldwide.

UNICEF promotes and coordinates this special day, which also works towards improving children's welfare.

মানব পাচার মামলা দ্রুত বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি

■ বাগেরহাট প্রতিনিধি

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে দেশের সব মানব পাচার সংক্রান্ত মামলার দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছে উন্নয়ন সংস্থা 'উদয়ন বাংলাদেশ'। বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন উদয়ন বাংলাদেশের পরিচালক ইসরাত জাহান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইনিসডিন বাংলাদেশের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. রফিকুর ইসলাম খান, বাগেরহাট প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি নীহার রঞ্জন সাহা, জেলা পাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য লুনা সিদ্দিকী প্রমুখ।

কোন কিছুতেই সমুদ্রপথে মানব পাচার থামছে না

এস এম হানিফ, চকরিয়া ও গিয়াসউদ্দিন, টেকনাফ, কক্সবাজার

দালালদের গ্রেপ্তার, 'বন্দুকযুদ্ধে' মৃত্যু, ট্রলার ডুবি তে মৃত্যু ও ঘটনা - কোন কিছুই সমুদ্র পথে মানব পাচার প্রতিরোধ করতে পারছে না। প্রায় প্রতিদিন ই কক্সবাজারের কোথাও না কোথাও সমুদ্রপথে মালয়েশিয়াগামী রোহিঙ্গা ধরা পড়ছে।

সর্বশেষ গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া এলাকা থেকে সমুদ্রপথে অবৈধ ভাবে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সময় ২১ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে ১২ জন নারীও রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মহেশখালী চ্যানেলে অভিযান চালিয়ে ১০ জন ও মহেশখালী পৌরসভার গোরকঘাটা থেকে ছয়জন রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। এ সময় একজন দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আটক রোহিঙ্গাদের কুতুপালং আশ্রয় শিবিরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ওই দিনরাত সাড়ে আটটার দিকে টেকনাফের বাহারছড়া থেকে মালয়েশিয়াগামী ১০ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে এক শিশু, ছয়নারী ও তিনজন পুরুষ রয়েছেন।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), টেকনাফের সাধারণ সম্পাদক এ বি এম আবুল হোসেন প্রথম আলো কে বলেন, সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যেতে চান এমন রোহিঙ্গার সংখ্যা অসংখ্য। অনেকের আত্মীয় স্বজন মালয়েশিয়ায় থাকেন। তাঁদের প্ররোচনায় শিবিরে রোহিঙ্গারা ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ ভাবে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছে।

বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক লিয়াকত আলী বলেন, উখিয়ার কুতুপালং ও জামতলী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে দালাল চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের বের করে আনে। রাতে তাদের সাগরে অপেক্ষমান বড় জাহাজে তুলে দেওয়ার কথা বলে বাহারছড়ার বিভিন্ন এলাকায় জড়ো করা হয়।

উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গারা বলেন, মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত নিকটাত্মীয়রা দালালদের সঙ্গে জন প্রতি আড়াই লাখ থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার টাকার চুক্তি করে। ট্রলারে চড়ার আগেই দালালদের হাতে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা করে তুলে দিতে হয়। তবে এসব টাকার লেনদেন হয় মালয়েশিয়া থেকে।

সর্বশেষ শুক্রবার রাতে টেকনাফের বাহারছড়া থেকে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মা-লয়েশিয়ায় যাওয়ার সময় ১২ নারীসহ ২১ জন রোহিঙ্গা উদ্ধার।

স্থানীয় লোকজন বলেন, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সাগর শান্ত থাকে। তখন ট্রলারে মালয়েশিয়ায় যাওয়া অনেকটা সহজ হয়। দালালেরা এই সুযোগটাকে ব্যবহার করে। যদিও ট্রলারে করে মালয়েশিয়ায় পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি সমুদ্রপথে অবৈধ ভাবে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সময় সেন্টমার্টিনের অদূওে ছেঁড়াদ্বীপ এলাকায় ১৩৮ জন যাত্রী নিয়েএকটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে যায়। তাদের মধ্যে ৭৩ জন কে জীবিত ও ২১ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এখন পর্যন্ত ৪৪ জন নিঁখোজ রয়েছে। এ ঘটনার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে সমুদ্রের কিনারায় রাখা টেক-নাফের সদর থেকে বাহারছড়া পর্যন্ত এলাকায় পাঁচটি নৌযান ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা। একই সময়ে বাহারছড়ার নোয়াখালী পাড়ায় মানবপাচ-ারকারীদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত দুই ব্যক্তির বসত ঘরে আগুন দেয় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশ বলেন, দালালদের প্রতিরোধের জন্য স্থানী-য়'উত্তেজিত'জনতা এসব 'গায়েবি' হামলা চালাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব ঘটনায় থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

বিজিবি তথ্যসূত্রে

মাসের নাম	পাচারকালে উদ্ধারকৃত পুরুষ,নারী ও শিশুর পরিসংখ্যান ২০২০			
	পুরুষ	নারী	শিশু	মামলা
জানুয়ারী	২৪	০৪	০২	২৬

মাসের নাম	বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান ২০২০	
	আটকের সংখ্যা	সোপর্দের সংখ্যা
জানুয়ারী	২৫	২৫

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

ইনসিডিন বাংলাদেশ : ০১৭২০৩০৯২৭৯
নারী মৈত্রী : ০১৭২৭৩৭০০৪৬
সিপিডি : ০১৭৪৩৬৩৯০৬৩

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
E-mail : pctscn@gmail.com
Contact no:
Adv. Md Rafiqul Islam Khan Alom
+8801720309279